Tell It Out
The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI
Volume 33 For private circulation only • Estd. 1951• July 2023

বিশপের পত্র ।। মণিপুরের জন্য প্রার্থনা করুন ।।

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

বারাকপুর ডায়োসিসের প্রিয় সভ্য- সভ্যাগণ গীত সংহিতা পুস্তকের ৯১ সংখ্যক গীতের ১১ পদে লেখক বলেছেন - "তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না, কোন উৎপাত তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না। কারন তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, যেন তাঁহারা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন"।

আমাদের প্রার্থনা মণিপুরের জন্য। মণিপুরের সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর জনজাতির জন্য। সকল মা বাবা ভাই বোন সকলের জন্য। আমরা জানি যে ইতিমধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার সুরক্ষার জন্য, জনজাতি গুলির সুরক্ষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে তা আজ হিংসাত্মক হয়ে গেছে। হিংসার ফলাফল ও ধ্বংসের ফলাফল ভালো হয় না। অনেক ক্ষতি হয়ে যায় - মানব সম্পদ, সামাজিক সম্পদ, সহ হারিয়ে ফেলি বিবেক বোধ মানবতা সম্প্রীতি। এইগুলো যদি সব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করবে কি করে। যে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ আছে তা চলে গেলে সমাজবদ্ধ গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ এই জগৎ সংসারে কিভাবে বসবাস করবে।

সমর্থিত ও অসমর্থিত সূত্রে খবর যা পাওয়া গেছে যে সাড়ে তিনশোর উপরে কুকি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের চার্চ অগ্নিতে ভস্মিভূত হয়ে গেছে। বহু খৃষ্ট বিশ্বাসী মানুষ গৃহহীন, গ্রামছাড়া, বাস্তুচ্যুত হয়ে আজ বনে জঙ্গলে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। সাম্প্রদায়িকতার আগুন একবার লেগে গেলে ধর্ম জাতি সম্প্রদায় চেনে না। সামনে যা পায় তাকেই ধ্বংস করে দেয় ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তাই আমরা এই সকল বিপদগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রার্থনা করবো মহান পিতা ইশ্বরের কাছে যেন এই সঙ্কট থেকে তিনি মণিপুরকে মুক্ত করেন। আমরা মণিপুর রাজ্য সরকারের জন্য প্রার্থনা করবো যেন পিতা ঈশ্বর তাদের প্রশাসনিকভাবে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করার সাহস শক্তি বুদ্ধি যুগিয়ে দেন।

আমরা প্রার্থনা করবো শান্তির জন্য আমি আবেদন করছি শান্তি মিছিল প্রতিটি পাস্টোরেটে অনুষ্ঠিত হোক। এলাকার সকল শ্রেনীর ও সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বান জানান শান্তি মিছিলে যোগ দিতে। এলাকার বুদ্ধিজিবিদের আমন্ত্রণ জানান ও সঙ্গে রাখুন। নিজ নিজ এলাকাতে যে কোন বিতর্কিত বিষয়ের থেকে দুরে থাকুন। সম্প্রীতি বজায় রাখুন।

প্রার্থনা করুন নিজ নিজ মন্ডলীর জন্য যাতে বাইরের জগতের বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। প্রতিদিন পারিবারিক প্রার্থনায় স্মরণ করুন ডায়োসিসের ভালো ভালো সকল কর্মকান্ডকে যেন সফলভাবে রূপায়িত করতে পারি। আপনারা আপনাদের সন্তানদের খৃষ্টীয় শিক্ষায়, ভালোবাসায়, নিয়ম, অনুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য্য, লোভহীন, মন্ডলীর প্রতি তথা ডায়োসিসের প্রতি দায়বদ্ধতা শেখান। চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার মূলভাবধারা - সাক্ষ্য - ঐক্য - সেবা যেন আমরা ভুলে না যাই।

আপনাদের মঙ্গল হোক

আপনাদের সেবক

বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী
বারাকপুর ডায়োসিস
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়।। ডায়োসিসের উন্নয়ণে সহযাত্রী হন

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই। ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী। আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি। আপনাদের সুপরামর্শ প্রার্থনা সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। সারাটি বছর আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি। আপনাদের মঙ্গল হোক।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে
সুকল্যাণ হালদার
সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

ঝাঁঝরা পাস্টোরেটে নতুন প্রিস্ট কোয়ার্টার

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর পরিকল্পনা ও ভিশন অনুসারে সমগ্র ডায়োসিস জুড়ে বিভিন্ন উন্নয়ণ চলছে। তার মধ্যে হচ্ছে পুরোহিত ভবন নতুনভাবে নির্মাণ করা নয়তো সুন্দর ভাবে সংস্কার করা। গত ১ তারিখে ঝাঁঝরা পাস্টোরেটের ৮০ বছর পরে সংস্কার করে। দ্বিতীয় নতুন পুরোহিত ভবনের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। একই দিনে দুটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সুকল্যাণ হালদার সেক্রেটারী BDC ও GBFB, রেভারেন্ড ড. সুরোজিৎ সরকার VP, BDC ও GBFB , শ্রী মঞ্জুর হালদার TR, BDC ও GBFB এছাড়া অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এই সংস্কার কাজটি তত্ত্বাবধান করেন PIC রেভারেন্ড মীরণ কুমার মন্ডল, শ্রী সঞ্জীত সানি, তুষার কান্তি বর মাত্র ১লক্ষ ৬০ হাজার টাকায়।

SSS নেপালগঞ্জে নতুন সাইন্স ল্যাবোরেটারী

গত ২ তারিখে SSS নেপালগঞ্জ স্কুলের নতুন সাইন্স ল্যাবোরেটরি এবং বর্ধিত নতুন বিল্ডিং এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। এই স্কুলটি ঐ এলাকায় বিশেষ সুনামের সাথে শিক্ষাদান করছে এবং ক্রমাগত ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাননীয় বিশপ স্কুলের সকল শিক্ষক - শিক্ষিকা, ছাত্র - ছাত্রী কর্মচারীবৃন্দ, পরিচালন সমিতি G. B. F. B -র সেক্রেটারী সুকল্যাণ হালদারকে বিশেষ উৎসাহ, ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

VTC স্টুডেন্টদের সার্টিফিকেট প্রদান

গত ৪ তারিখে বারুইপুর সেন্ট স্টিফেন'স ভোকেশানাল ট্রেনিং সেন্টারের কৃতি ছাত্রদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। ঐদিন বিদায়ী ছাত্রদের ভবিষ্যৎজীবনের সাফল্য কামনা করে উপদেশ ও পরামর্শ দেন। টু হইলার মেকানিক কোর্সে ১১ জন পাশ করেছেন যাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।

কুলপি ভিজিট করেন বিশপ

মাননীয় বিশপ মশাই চাইছেন ডায়োসিসের অভ্যন্তরে নতুন মন্ডলী স্থাপন বা বৃদ্ধি করতে। এই কর্মসূচী উপলক্ষে গত ৬ তারিখে খাড়ি পাস্টোরেটের কাকদ্বীপ অঞ্চলের সংলগ্ন কুলপিতে নতুন বিশ্বাসী ভাই বোনেরা সি এন আই মন্ডলীতে যোগ দিতে চান। ঐদিন ৪০-৫০ জন ভাই বোনদের নিয়ে একটি মিটিং করেন বিশপ মশাই এবং তাদের বিভিন্ন বিষয়ক আবেদন নিবেদন শোনেন ও প্রতিশ্রুতি দেন তাদের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন।

SSS কেওড়াপুকুরের MC মিটিং

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ডায়োসিসের প্রতিটি স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ণে অত্যন্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এবং তিনি নিয়মিত ভাবে স্কুলগুলির MC মিটিং যাতে হয় সেই বিষয়ে সদা তৎপর। তেমনি নিজে উপস্থিত থেকে মিটিং গুলিতে সুপরামর্শ দিচ্ছেন। বিভিন্ন সুবিধা - অসুবিধা সমস্যাগুলির বিষয়ে সজাগ আছেন। গত ৯ জুলাই মাননীয় বিশপ কেওড়াপুকুর SSS এর MC মিটিং এ উপস্থিত থেকে স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে সুপরামর্শ দেন।

জোবারপাড় অক্সফোর্ড মিশনের সিস্টারদের ভিজিট

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও সুপরিকল্পনায় এবং ডায়োসিসের অভ্যন্তরে উমেন'স মিশনারীদের কার্যকলাপ পুণরায় যাতে বারাকপুর ডায়োসিসের অভ্যন্তরে করা যায় সেই বিষয়ে চার্চ অফ বাংলাদেশের জোবারপাড় অক্সফোর্ড মিশন থেকে চার জন সিস্টার এসেছিলেন উমেন্স ফেলোশিপের মহিলা সম্মেলনে তারা বলেন কিভাবে অবিবাহিত এবং শিক্ষিত বিধবা বা সিঙ্গল উমেনরা মিশনকাজ করতে পারে ডায়োসিসের মহিলা সমাজের মধ্যে সেই বিষয়ে। এই সিস্টাররা হলেন - সিস্টার অ্যাগ্নেস রায়, সিস্টার ডরোথী বৈরাগী, সিস্টার মার্গারেট হালদার, সিস্টার শালোমী। গত ১৪ তারিখে বারাকপুর পাস্টোরেটের লে লীডারদের সাথে সিস্টারদের একটি মিটিং হয়। গত ১৩ তারিখে কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটের মহিলাদের সাথে এই বিষয়ে একটি মিটিং হয়েছে। গত ১৬ তারিখে বাসন্তি সেন্ট মেরিজ চার্চে উপাসনার পরে সিস্টাররা একটি মিটিং এ মিলিত হন।

SSS করিমপুরে স্বাগতম ও বিদাই অনুষ্ঠান

গত ১৭ তারিখে নদীয়া জেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্কুল SSS করিমপুরে নতুন প্রিন্সিপাল রূপে মি. জন. স্টিফেন'স গুপ্তাকে বরণ ও দায়িত্বভার অর্পন করা হয়। ঐদিন এই স্কুলটির উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য নতুন জিওগ্রাফি, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ফিজিকস ল্যাবোরেটারি এবং সিক রুমের দ্বারোদ্ঘাটন করেন মাননীয় বিশপ সঙ্গে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন চার্চ অফ বাংলাদেশের জোবারপাড় মিশনের চারজন সিস্টার ও ডায়োসিসের সেক্রেটারী শ্রী সুকল্যাণ হালদার এবং অন্যান্য পদাধিকারীগণ।

বিশপ ভিজিট করলেন শিকারপুর পাস্টোরেট

গত ১৭ তারিখে বিশপ শিকারপুর পাস্টোরেট ভিজিট করেন কারণ তিনি মনে করেন নিয়মিত ভাবে পাস্টোরেট পরিদর্শন করলে সমস্যা কাটিয়ে উন্নয়ণ সম্ভব এবং বিশপের ও মন্ডলীর সভ্য - সভ্যাদের সাথে গড়ে তোলা সম্ভব আত্মিক সম্পর্ক। ঐদিন পাস্টোরেট কমিটির মেম্বার ও জেনারেল মেম্বারদের সাথে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ মিটিং এ মিলিত হয়ে মাননীয় বিশপ মেম্বারদের প্রশ্নোত্তরে মুখোমুখি হয়ে সুন্দর সহভাগিতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। মেম্বাররা বিশপের উপস্থিতিতে ও ভূমিকায় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন। উপস্থিত ছিলেন ডায়োসিসের সেক্রেটারী শ্রী সুকল্যাণ হালদার এবং বি ডি টি এ সেক্রেটারী শ্রী দীপঙ্কর গায়েন।

সাগর ভিজিট করেন বিশপ

দুর্গা নগর ফেলোশিপ

বারাকপুর ডায়োসিসের ইভানজেলিক্যাল ও মিশনকার্য্য এবং নতুন নতুন মিশন ফিল্ডের শুভ সূচনা করে প্রভুর রাজ্য বিস্তারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে চলেছেন মাননীয় বিশপ সব্রত চক্রবর্তী। এই উপলক্ষে গত ১৯ তারিখে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সাগর অঞ্চলের পাথর প্রতিমা, শিতলামোড়, রামননগর, কাকদ্বীপ - গনেশপুর ফেলোশিপ, গঙ্গাধরপুর ফেলোশিপ, কাকদ্বীপ ৮ নম্বর প্লট, দুর্গানগর ফেলোশিপ ভিজিট করেন। এই অঞ্চল গুলিতে নব্য খৃষ্টানদের নিয়ে গড়ে ওঠা ছোটো ছোটো হাউস ফেলোশিপের মাধ্যমে এইসব খৃষ্টানরা প্রভুর নামে একত্রিত হয়ে গান প্রার্থনা, উপাসনা করে থাকে। ওদের নিয়ে নতুন মন্ডলী স্থাপন করা যায় কিনা সেই কারণে ঐ সব অঞ্চলে তিনি গিয়েছিলেন এবং আলাপ আলোচনা করেন। ঐসব ফেলোশিপের পক্ষে মাননীয় বিশপকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়।

ডায়োসিসের নতুন গান বই প্রকাশিত হলো

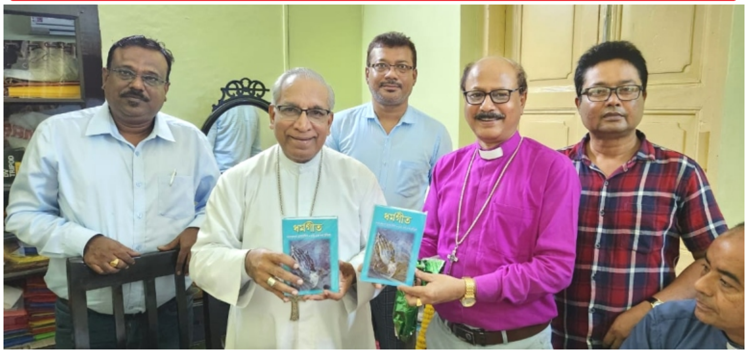

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ডায়োসিসের বিশপ রূপে দায়িত্ব নেবার পর থেকে অনেকের কাছ থেকে আবেদন আসছিল যেন ডায়োসিসের গান বই দ্রুত ছাপা হয়। সেই জন্য মাননীয় বিশপ 'ধর্মগীত' গ্রন্থের কাজ শেষ করতে পেরেছেন। গত ২২ তারিখে বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ লজে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'ধর্মগীত' বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কলকাতা রোমান ক্যাথলিক ডায়োসিসের আর্চ বিশপ থোমাস ডিসুজা। তিনি সুদৃশ্য বইটির প্রশংসা করেছেন। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী গানবই কমিটির সকল সভ্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

খৃষ্টীয়ান এডুকেশন এসোসিয়েশনের বোর্ড মিটিং

খৃষ্টীয়ান এডুকেশন এসোসিয়েশন একসময় তৈরী হয়েছিল বিশপ ব্রজেন মালাকারের নেতৃত্বে। পরবর্তীতে তা মূলত রোমান ক্যথলিক কলকাতা ডায়োসিসের কাছে চলে যায়। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আর্চ বিশপ থোমাস ডি'সুজা, ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং। ১৬ জনের কমিটি মেম্বার। ওরা ৩ জনকে ইনভাইটি করে ডাকে। মোট ১৯ জন। তিন বছর অন্তর AGM হয়। সেখান থেকে এরা মেম্বার ঠিক করে। ৮ জন বেঙ্গল খৃষ্টান কাউন্সিল থেকে ৮জন রোমান কাথলিক থেকে নিয়ে ১৬ জন। যেহেতু বারাকপুর ডায়োসিসের অন্তর্গত ৪৮ টি সরকারী স্কুল আছে এবং বারাকপুর ডায়োসিসের বর্তমান বিশপ ও সেক্রেটারী এই কমিটিতে নেই কিন্তু এদের থাকা উচিত এই কমিটিতে তাই তাদের ইনভাইটি করে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী তাদের সন্মানার্থে এই মিটিংটি যাতে বারাকপুর ডায়োসিস লজে হয় সেই বিষয়ে অনুরোধ করে তাই এই মিটিংটি গত ২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং এর শুরুতে মাননীয় বিশপের নেতৃত্বে সকল সভ্য-সভ্যাদের গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং উপহার তুলে দেওয়া হয়। সকল সভ্য-সভ্যারা আপ্লুত হয়ে মন্তব্য করেছেন ইতিপূর্বে তারা এইভাবে সম্মানিত বা অভ্যর্থনা পাননি তার জন্য বিশপ

চক্রবর্তী ও ডায়োসিসকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই মিটিং এ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে যে ১। মিশনারী স্কুল যে ইউনিফর্ম ব্যবহার করে তাই ব্যবহার করবে কারণ প্রত্যেক মিশনারী স্কুলের ইউনিফর্মের নিজস্ব ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। তাই সরকারী ইউনিফর্ম নেবে না তাতে সরকার যদি টাকা না দেয় তাহলে ছাত্রদের গার্জেনরা নিজেরাই কিনে নেবে নিজেদের পয়সা দিয়ে। ২। শিক্ষক -শিক্ষিকা সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মাইনোরিটির অধিকার অনুযায়ী নিয়োগ হবে। আর্চ বিশপ থোমাস ডি'সুজা খুব ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সুন্দর ব্যাবস্থাপনা ও আয়োজনের জন্য মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী, ডায়োসিসের সেক্রেটারী সুকল্যাণ হালদার, ডায়োসিসের অফিস স্টাফদের।

চাপড়া পাস্টোরেটে রক্তদান শিবির

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের দায়িত্ব নেবার পর থেকে তিনি ডায়োসিসের অভ্যন্তরে বিভিন্নভাবে সামাজিক ও সেবামূলক কর্মসূচীগ্রহণ ও সফলভাবে যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য উৎসাহ, পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনে তিনি উপস্থিত থাকছেন। গত ২৩ তারিখে চাপড়া পাস্টোরেটে অনুষ্ঠিত হল স্বর্গীয় সন্দীপন বিশ্বাসের স্মৃতিতে রক্তদান শিবির। এই শিবিরে মাননীয় বিশপ উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন ও বর্তমান সমাজে 'রক্তদান' একটি মহৎ ও মূল্যবান কর্মসূচী এই বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দেন।

কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটে হস্তার্পন

গত ২৩ তারিখে কাঁচড়া পাড়া পাস্টোরেটের ডাঙ্গাপাড়া ইমানুয়েল চার্চে পবিত্র হস্তার্পন অনুষ্ঠিত হল। মাননীয় বিশপ হস্তার্পন প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান তারা যেন আগামী দিনে ডায়োসিসের যোগ্য সভ্য - সভ্যা হয়ে ওঠেন। মোট ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জন ছিল কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটের এবং ৫ জন ছিল রানাঘাট দয়াবাড়ী পাস্টোরেটের প্রার্থী।

শিকারপুর জমি সমস্যা মিটালেন বিশপ

শিকারপুর পাস্টোরেটে বহু আগে মিশনের কিছু জমি স্থানীয় ঐ চার্চের কিছু সভ্য-সভ্যাদের বিক্রি করা হয়েছিল। শর্ত হয়েছিল তারা তাদের জমির অংশ থেকে যাতায়াতের স্থায়ী রাস্তার জন্য জমি দান করবে কিন্তু পরবর্তীতে ঐসব ক্রেতারা রাস্তার জন্য জমি দাবী করতে থাকে। তাদের দীর্ঘদিনের দাবীকে মান্যতা দিয়ে মন্ডলীর অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় ৮ফুট চওড়া রাস্তা তাদের জন্য দেওয়া হলো এবং তাদের বাড়ীর সীমানা আমিন দিয়ে মেপে দেওয়া হয়েছে। সকল ক্রেতারা বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মাননীয় বিশপ মশাইকে। গত ২৬ তারিখে মাননীয় বিশপ উপস্থিতি থেকে এই দীর্ঘকালের জমির রাস্তার সমস্যা মিটিয়েছেন। এর ফলে তাদের সরকারী পানীয় জলের সরবরাহ লাইন অতি সহজে যেতে পারবে।

হাবড়া পাস্টোরেটে স্টুয়ার্ডশিপ প্রোগ্রাম

মাননীয় বিশপ সুব্রতর উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় এবং স্টুয়ার্ডশিপ কমিটির কনভেনর রেভারেন্ড ডেভিড রায়ের পরিচালনায় হাবড়া পাস্টোরেটে দুদিনের হাউস ভিজিট, প্রেয়ার, রিভাইভাল মিটিং অনুষ্ঠিত হল। গত ২৭ ও ২৮ তারিখে স্টুয়ার্ডশিপ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাননীয় বিশপ উপস্থিত থেকে উপাসনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ও মূল্যবান উদ্দীপনামূলক উপদেশ দেন। মোট ১৩৩ টি বাড়ি ভিজিট করা হয়েছে।

সান্ডে স্কুল টীচারদের ট্রেনিং ক্যাম্প

গত ২৯ ও ৩০ শে জুলাই ২০২৩ দুইদিন অনুষ্ঠিত হলো সান্ডে স্কুল টীচারদের ট্রেনিং ক্যাম্প বারুইপুর সেন্ট পির্টাস চার্চে। থিম ছিল গীত সংহিতার ৯৯ সংখ্যক গীত - ‘‘আমার সমস্ত গুরু অপেক্ষা আমি জ্ঞানবান, কেননা আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ ধ্যান করি’’। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্তবর্তীর সুপরিকল্পনায় ডায়োসসিরে প্রতিটি পাস্টোরেটে সান্ডেস্কুলের শিক্ষার পদ্ধতি ও মান যেন আরো বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নিয়েছেন।

এই ট্রেনিং ক্যাম্প মোমবাতি জ্বালিয়ে শুভারম্ভ করেন মাননীয় বিশপ এবং তিনি মূল্যবান উপদেশে ব্যক্ত করেন এই ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রাঞ্জলভাবে এবং সান্ডে স্কুল হবে হোলিস্টিক ভাবে। উপস্থিত ছিলেন ডি. এস. সুকল্যাণ হালদার, ডি. টি মঞ্জুর হালদার, ভি পি রেভাঃ ড. সুরজিৎ সরকার। সমগ্র ডায়োসিস থেকে ৬১ জন টিচার উপস্থিত ছিলেন।

DWFCS এর অনুষ্ঠান

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর সুপরিকল্পনায় এবং উদ্যোগে দুদিন ব্যাপি DWFCS এর EC মেম্বার ও এডভাইসারি কমিটির মেম্বারদের নিয়ে ইসি মিটিং ও গেটটুগেদার অনুষ্ঠিত হলো দীঘাতে। গত ২৯ তারিখে রাত্রি ৮টার সময় ইসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং পৌরহিত্য করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। ৩০ তারিখে সকাল ৬ টার সময় অত্যন্ত মনোরম পরিবেশের মধ্যে সী বীচে ‘‘সমুদ্রের ধারে যীশুর সাথে’’ বিষয় বস্তুকে নিয়ে পবিত্র প্রভুর ভোজের উপাসনা হয়। প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন মাননীয় বিশপ। তিনি তাঁর উপদেশে মহিলা নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে বলেন যে আত্মসমালোচনা করা অত্যন্ত দরকার। বারাকপুর ডায়োসিসের মহিলা নেতৃদের সাথে কাঁচড়াপাড়া মহিলা নেতৃগণ যোগ দিয়েছিলেন।

আমাদের গাংরাই পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ জনসন সন্দীপ

বৃটিশ শাসনকালে চব্বিশ পরগণার অরণ্যাঞ্চল ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। জল জঙ্গলময় সবুজ সৃষ্টির উপরে ক্লড রাসেল ১৭৭০ খৃঃ কালেকটর জেনারেল হয়ে আসার পর প্রথম শ্যেন দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গল হাসিল করে জমিদারদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া। বন জঙ্গল কেটে জমি উদ্ধার করে বন্দোবস্ত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল রাজস্ব উপার্জন বৃদ্ধি করা। তারা বিস্তৃত জঙ্গলকে জঙ্গলদস্যু, জলদস্যু, চোর, ডাকাত ও বন্য জন্তুদের হাত থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে। তখন থেকে বাদাভূমি আবাদ ভূমিতে পরিণত হতে লাগলো। ১৭৭০ খৃঃ প্রথম জঙ্গল কেটে সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি ও চাষাদের শুরু হয়েচিল। ক্লড রাসেল ও পরবর্তীতে হেঙ্কেল জমি বন্দোবস্ত দেওয়া করে।

বৃটিশ রাজত্বে সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্যে বিস্তৃত নদী নালা খাল জলপথ কেন্দ্রিক যোগাযোগ ছিল ছোটো বড় শতাধিক দ্বীপের মধ্যে একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম। ব্যবসা বানিজ্য সব চলত জলপথে। টালিগঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭৭৫ খৃঃ কর্ণেল টলি সাহেব মজে যাওয়া আদিগঙ্গাকে গড়িয়া পর্যন্ত সংস্কার করে। তারপর পূর্বদিকে খাল কেটে মাতলা নদীর সঙ্গে যোগ করে দেন। ফলে নৌকা চলাচলের জলপথ সুগম হয়। এই কাটাখাল 'টালি নালা' নামে পরিচিত। ক্রমে আলচ্য অঞ্চলের হাটটির নাম হয় টালিগঞ্জ। টালিনালার পূর্ব পাড়ে অবস্থিত তৎকালীন গঞ্জ বা ব্যবসায়িক কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়।

১৮১৬ খৃঃ লন্ডন মিশনারী সোসাইটি প্রথমে তাদের মিশন কাজ শুরু করে কলকাতাতে। রেভারেন্ড হেনরী টৌওনলে (Rev. Henry Townley), রেভারেন্ড জেমস কীথ (Rev. James Keith) প্রথম কেওড়াপুকুর অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলে। লন্ডন মিশন অনেক জমি কেনে কেওড়াপুকুরে এবং মিশন স্টেশন বানিয়ে সন্নিহিত দ্বীপ অঞ্চল গুলিতে খৃষ্ট প্রচার করে এবং অনেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। গাংরাইতে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির মন্ডলী ও গীর্জাঘর স্থাপিত হয়। গাংরাই অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন রেভারেন্ড জন ডেভিড পিয়ারসন (Rev. John Devid Pearson), রেভারেন্ড স্যামুয়েল ট্রওয়িন (Rev. Samuel Trawin), রেভারেন্ড জে. বি. ওরডেন (Rev. J. B. Warden) ও অন্যান্য মহিলা মিশনারীগণ।

সেন্ট থোমার্স চার্চ, গাংরাই

লন্ডন মিশনারী সোসাইটির মিশানারী রেভারেন্ড হেনরী টওনলে প্রথম গাংরাই ও সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ গুলিতে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন ১৮১৬ খৃঃ থেকে ১৮২১ খৃঃ এর মধ্যে। ১৮২৩ খৃঃ তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কলকাতার ভবানীপুরে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রধান কার্য্যলয় থেকে গাংরাইতে একটি আলাদা স্বতন্ত্র মন্ডলী স্থাপনের জন্য গাংরাই দ্বীপে পাঠানো হয় রেভারেন্ড হেনরী উইলিয়াম হিলকে। ১৮৪৮ খৃঃ মার্চ মাসে Rev. Henry William Hill গাংরাইতে তিনি নদীপথে খালপথে নৌকা সালতিতে করে আসতেন এবং কৃষক জেলে নিম্নশ্রেণীর গরিব মানুষদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতেন। জঙ্গল কেটে গাংরাই অঞ্চলে আবাদ জমিতে মানুষের বসতি অল্প সংখ্যা থেকে বাড়তে থাকে বসবাসের জন্য। গাংরাইতে আগত মানুষদের মধ্যে অনেকেই এরা পূর্ব থেকেই এল এম এস মিশনারীদের দ্বারা ধর্মান্তরীত হয়েছিল এবং এইসব ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের এল এম এস মিশনারীরা এই দ্বীপে নিয়ে আসেন সঙ্গে করে। আবার যারা অন্য সম্প্রদায়ের তারা এখানে জমিদার বা ও যারা জমি বন্দোবস্ত নিতেন তাদের সৌজন্যে এখানে আসেন। এদের অনেকেই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তীতে কেওড়াপুকুর মিশন থেকে গাংরাই মন্ডলী পরিচালিত হতে থাকে। রেভারেন্ড হিলকে সাহায্য করার জন্য আসতেন অন্যান্য মহিলা মিশনারীগণ। কেওড়াপুকুর থেকে ১৮৫৬ খৃঃ থেকে ১৮৬০ খৃঃ পর্যন্ত সরাসরি গাংরাই মিশন পরিচালিত হয়েছিল।

রেভারেন্ড হিলের উদ্যোগে ও তার চেষ্টাতেই এখানে জমি কিনে মিশন ও চার্চ স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খৃঃ। গাংরাই মিশনকে কেন্দ্র করে বালিহাটি, চক নীতাই, কোচপুকুর, দুর্গাবাটী, কালিপুর, কেয়াপুকুর সহ আরো দু-একটি টুকরো টুকরো দ্বীপে প্রথম মন্ডলী স্থাপন করেন লন্ডন মিশনারী সোসাইটি। এইসব দ্বীপাঞ্চলের অনেকেই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। গাংরাইতে প্রথম খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণকারী খৃষ্টান ছিলেন ভগীরথ ড্যাপ এবং তাঁর স্ত্রী দাসী। এরা ১৮৬১ খৃঃ পূর্বেই ধর্মান্তরীত হন। রেভারেন্ড হিলের চেষ্টায় প্রথম আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয়। তিনি মিশন কম্পাউন্ডে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন যেটা বর্তমানে নেই তবে বিদ্যালয় গৃহের ভিত এর প্রমান আছে। ১৮৫২ খৃঃ তিনি গাংরাই মিশন থেকে স্থানান্তরিত হন বর্তমান কলকাতার কৃষ্ণরামপুরে। স্থানীয় নারী সমাজে নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য চিকিৎসা পরিষেবা দিতেন এল এম এস মিশনারীগণ। ক্রমশই মিশনের ভবিষ্যৎ উজ্জল হয়ে ওঠে। অবশেষে কেওড়াপুকুর

রেভারেন্ড হেনরী টৌওনলে প্রথম গাংরাই ও সংলগ্ন অঞ্চলে খৃষ্ট প্রচার করেন

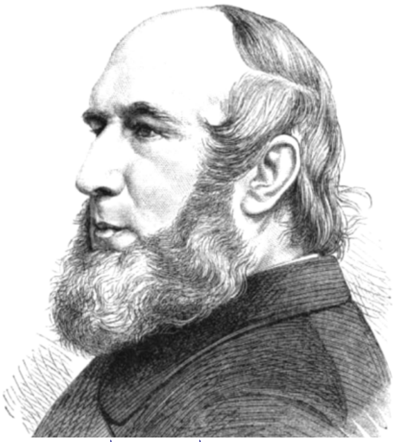

রেভারেন্ড যোষেফ মুলেন্স

রেভারেন্ড হর্ষবর্ধন বিশ্বাস

সেন্ট পিটার্স চার্চ, তালপুকুর

প্যারিস থেকে আলাদা করে ১৮৬১ খৃঃ গাংরাই প্যারিসের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে অনেক বিখ্যাত খ্যাতনামা দেশী ও বিদেশী মিশনারীদের আগমনে ধন্য হয়ে গেছে গাংরাই মিশন। ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, রোগ, ব্যাধি প্রতিকুল আবহাওয়ার মধ্যেও তারা মিশন কাজ চালিয়ে গেছেন।

১৯৭০ খৃঃ গাংরাই এল এম এস মিশন চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়াতে যোগ দেয়। এবং এটি বর্তমানে বারাকপুর ডায়োসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাস্টোরেট। বর্তমান বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী যখন ২০০৭ খৃঃ পাস্টোরেটের PIC হয়ে আসেন তখন তার প্রথম স্বপ্ন ছিল চার্চ গুলোর ভগ্নদশা থেকে নূতন রূপদান করা। তিনি গাংরাই পাস্টোরেটের নব রূপকার। এখানে তিনি একটানা দীর্ঘ ১২ বছর ছিলেন এবং তাঁর উদ্যোগে প্রথমে ২০০৮ খৃঃ স্থানীয় খেটে খাওয়া মানুষদের অর্থে (ডায়োসিস থেকে না নিয়ে) বর্তমান তাল পুকুরের গীর্জাঘরটি তৈরী হয়। তারপর বিবিরচক মন্ডলীর সংস্কার হয়। আলতাবেড়িয়া ও গাংরাইয়ে নতুন চার্চ তৈরীর কাজে হাত দেন। গাংরাই চার্চের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে ও আলতাবেড়িয়া চার্চের কাজ প্রায় শেষ করে ২০১৯ খৃঃ ট্রান্সফার হয়ে যান। ১৯৭২ খৃঃ গাংরাই CNI পাস্টোরেটের অন্তর্ভুক্ত ১২ টি মন্ডলী ছিল - গাংরাই, তালপুকুর, বিবিরচক, আলতাবেড়িয়া, পানাকুয়া, আন্ধার মানিক, পোলাঘাট, কামলেট, কোচপুকুর, কেয়াপুকুর, চকনীতাই, কালিপুর।

অল সেইন্ট'স চার্চ, আলতাবেড়িয়া ১৮৬৯ খৃঃ

লন্ডন মিশনারী সোসাইটির মিশনারীরা প্রথম এই গ্রামে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেন। মিশনারীদের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খৃঃ রেজিস্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রথম খৃষ্টান হলেন হরো এবং তাঁর স্ত্রী গান্ধারী এবং কালাচাঁদ মন্ডল এবং তাঁর স্ত্রী হেলেন। এল এম এস চার্চ আলতাবেড়িয়া ১৯৭০ খৃঃ চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়াতে যোগ দেয়। ১৮৬৯ খৃঃ দুর্গাবাটি অঞ্চলের প্রথম খৃষ্টান হয়েছিলেন কালাচাঁদ মন্ডল ও তার স্ত্রী ডেপি মন্ডল ।পয়জার মন্ডল ও তার স্ত্রী কৌশল্যা। রূপচাঁদ বাড়ৈ ও তার স্ত্রী দেমো।

সেন্ট পিটার্স চার্চ, তালপুকুর

বর্তমানে সেন্ট পিটাস চার্চ, তালপুকুর মন্ডলীর মধ্যে মোট তিনটি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত - কালিপুর, কেয়াপুকুর এবং তালপুকুর। এর মধ্যে প্রথম দুটি কালিপুর এবং কেয়াপুকুর গ্রাম দুটিতে লন্ডন মিশন খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেন ও তাদের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই খৃষ্ট ধর্মগ্রহণ করেন এর ফলে এই দুটি গ্রামে ১৮৬৯ খৃঃ এল এম এস মন্ডলী গঠিত হয়। তালপুকুরে ঝাঝরা ও ক্যানিং থেকে এস. পি. জি মিশনারীরা আসতেন ও খৃষ্টধর্ম প্রচার করতেন এর ফলে অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও খৃষ্টমন্ডলী স্থাপিত হয়। ১৯৭০ খৃঃ চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়াতে যুক্ত হয়। এবং ঐ দুটি মন্ডলী নিয়ে মোট তিনটি মন্ডলী সহ সেন্ট পিটার্স চার্চ, তালপুকুর গঠিত হয়।

সেন্ট জন'স চার্চ, বিবিরচক

বিবির চক গ্রামে এস. পি. জি. মিশনারীরা প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। তাঁদের প্রচারে অনেকে আকৃষ্ট হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর ফলে এখানে খৃষ্ট মন্ডলী গঠিত হয় ও চার্চ স্থাপিত হয়। ১৯৭০ খৃঃ এই মন্ডলী চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়াতে যোগ দেয়।

ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতদের তালিকা

1. Rev. Henry William Hill	-	1848 - 52
2. Rev. T.P. Chatterjee	-	1861- 82
3. Rev. J.J. Jhonson (Ast.)	-	1861
4. Rev. J. Mullens (Ast.)	-	1865
5. Rev. Chandranath Chatterjee (Ast.)	-	1879
6. Rev. N.R. Sarder (Ast.)	-	1879
7. Rev. T.K. Chatterjee	-	1880
8. Rev. C.N. Banerjee (Ast.)	-	1881
9. Rev. R.W. Shamson (Ast.)	-	1883
10. Rev. John P. Ashton (Ast.)	-	1883
11. Rev. J.G. Tailor (Ast.)	-	1883
12. Rev. S.B. Ghosh (Ast.)	-	1889
13. Rev. W.G. Brokway	-	1889
14. Rev. N. L. Das (Ast.)	-	1891
15. Rev. W.B. Philip (Ast.)	-	1892
16. Rev. J.P. Ashton (Ast.)	-	1892

সেন্ট থোমার্স চার্চ, গাংরাই

অল সেইন্ট'স চার্চ, আলতাবেড়িয়া

সেন্ট পিটার্স চার্চ, বিবিরচক

গাংরাই মিশন পুকুর

17. Rev. W.R. Lequesal (Ast.) - 1893
18. Rev. K. P. Banerjee (Ast.) - 1893
19. Rev. W.B. Philips (Ast.) - 1893
20. Rev. W.R. Simson (Ast.) - 1895
21. Rev. W.R. Philips (Ast.) - 1896
22. Rev. W. R. Simson (Ast.) - 1896
23. Rev. Jas. H. Brown (Ast.) - 1898
24. Rev. W. R. Simson (Ast.) - 1898
25. Rev. Santosh Pramanik - 1901
26. Rev. Probodh Noskar (Ast.) - 1901
27. Rev. J. Das (Ast.) - 1902
28. Rev. Nirmal Ch. Ray (Ast.) - 1904
29. Rev. A. Warren - 1905
30. Rev. K. P. Banerjee - 1908
31. Rev. Lequesal (Ast.) - 1909
32. Rev. N.C. Roy - 1913
33. Rev. K.P. Banerjee - 1915
34. Rev. Jas. H. Brown (Ast.) - 1915
35. Rev. S. C. Mondal (Ast.) - 1929
36. Rev. P. Mitter (Ast.) - 1930
37. Rev. Vaughan Rees (Ast.) - 1931
38. Rev. M.L. Mitra - 1931 - 1941
39. Rev. N.K. Biswas - 1931
40. Rev. S. C. Mondal (Ast.) - 1935
41. Rev. N.B. Dolui - 1939
42. Rev. U.N. Gayen (Ast.) - 1940
43. Rev. P.C. Das (Ast.) - 1940
44. Rev. N. B. Dolui - 1940
45. Rev. N.K. Mondal (Ast.) - 1941
46. Rev. S. C. Mondal (Ast.) - 1941
47. Rev. N. B. Dolui (Ast.) - 1941
48. Rev. S. C. Mondal - 1941
49. Rev. N. K. Biswas (Ast.) - 1942
50. Rev. N. B. Dolui (Ast.) - 1942
51. Rev. P. Mitter - 1943
52. Rev. S. C. Mondal - 1943
53. Rev. B. C. Sircar (Ast.) - 1943
54. Rev. U. N. Gayen (Ast.) - 1944
55. Rev. Rajen Naskar (Ast.) - 1948
56. Rev. Dn. P. C. Das (Ast.) - 1949
57. Rev. U. N. Gayen (Ast.) - 1949
58. Rev. A. Mondal (Ast.) - 1949
59. Rev. N. B. Dolui (Ast.) - 1950
60. Rev. S. K. Chatterjee (Ast.) - 1951
61. Rev. Purno Ch. Das - 1952
62. Rev. U. N. Gayen (Ast.) - 1953
63. Rev. Purno Ch. Das - 1953
64. Rev. S. C. Mondal (Ast.) - 1953
65. Rev. U. N. Gayen (Ast.) - 1953
66. Rev. A. M. Mondal (Ast.) - 1955
67. Rev. Nilmoni Mondal - 1956
68. Rev. Hiralal Halder (Ast.) - 1956
69. Rev. Purno Ch. Das - 1958
70. Rev. Hiralal Halder - 1959
71. Rev. Nitynanda Sircar - 1959
72. Rev. Saradaprasad Naru (Ast.)- 1959
73. Rev. H. K. Naskar (Ast.) - 1959
74. Rev. Rabiswar Patro - 1960
75. Rev. Hirala Halder - 1961
76. Rev. Ranjit Mondal - 1962
77. Rev. Purno Ch. Das (Ast.) - 1962
78. Rev. Saradaprasad Naru - 1967
79. Rev. Rabiswar Patra - 1969
80. Rev. Sudarshan Das - 1971
81. Rev. Ranjit Mondal (Ast.) - 1971
82. Rev. Kamal Dhara - 1974
83. Rev. Sudarshan Kr. Das - 1980
84. Rev. Nirad Baran Naya - 1985
85. Rev. Harsha Bardhan Biswas - 1986
86. Rev. J. Wathur (Ast.) - 1981 - 85
87. Rev. Anup Mondal - 1995
88. Rev. Honok Mondal - 1997 (3 month)
89. Rev. Dn. Jayanta Mondal (Ast.) - 1997 (3 month)
90. Rev. Surajit Sarkar - 1997
91. Rev. Benjamin Shani - 1999
92. Rev. Tridib Mondal (Ast.) - 2003
93. Rev. Subirlal Nath - 2003
94. Rev. Kishor Mondal - 2006
95. Rev. Subrata Chakraborty - 2007
96. Rev. Manas Kr. Rong - 2019 - Present.
97. Rev. Supriyo Mondal (Ast.) - 2014 - Present.

পুরোহিত ভবন

মিশনারিরা এই জলপথে গাংরাই মিশনে আসতেন

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86, Middle Road, Barrackpore, Kolkata - 700120, West Bengal India.
Office phone no: +91 33 2592 0147; Email: tellitout@rediffmail.com
+91 7501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in

The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The. Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI